জেবুন নাহার
আইডিঃ ২০১০২১০৭
ঠিকানাঃ নিউমার্কেট,চট্টগ্রাম
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র:

ভূমিকা

ইসলাম মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একজন স্ত্রী যেমন স্বামী ছাড়া পরিপূর্ণ নয় তেমনি একজন স্বামীও স্ত্রী ছাড়া পরিপূর্ণ নয়।

সৃষ্টিগতভাবে স্বামী স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। স্ত্রীর উপর যেমন স্বামীর অধিকার ইসলাম দিয়েছে তেমনি স্বামীর উপরও স্ত্রীর অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন।

নবী কারিম(সাঃ) বলেছেন, নারীরা পুরুষের অর্ধাংশ (আবু দাউদ,তিরমিযী)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম (আঃ) এর সঙ্গী হিসেবে হাওয়া(আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন।তাদের থেকে সৃষ্টি করেছেন নারী পুরুষকে যেমনটি আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

হে মানবজাতি তোমাদের রবকে ভয় করো।তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে।আর সেই প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।তারপর তাদের দুজন থেকে সারা দুনিয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।

[সুরা আন নিসা - ০১]

সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে বলেছেন,

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক,এ কারণে যে আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।

সুরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।আর যদি তোমরা অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে,তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।

রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর উপর রাগান্বিত হবেনা।কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়,তাহলে তাঁর এমন গুণও থাকবে যার জন্য তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারবে।

[সহীহ মুসলিম ১৪৬৯]

সুখী সংসার মানুষের জন্য শান্তির নীড়।সহমর্মিতা,সমবেদনা আর ভালোবাসায় এ নীড় থাকে ভরপুর আর অশান্তি যথাসম্ভব কম থাকে। দাম্পত্য জীবনে টুকটাক সমস্যা থাকেই কিন্তু স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে একে অপরের হক যথাযথ ভাবে আদায় করে তবে পরিবার হয়ে উঠে শান্তির নীড়।

আমরা এখানে ইন শা আল্লাহ স্বামীর উপর স্ত্রীর হক নিয়ে আলোচনা করব।আল্লাহ যেন তাওফিক দান করেন আমিন।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১. দেনমোহর দেওয়াঃ

স্বামীর জন্য স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা ফরজ। এর প্রাপ্য স্ত্রী নিজে। তার পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো জন্য এই হক নয়।

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।
[সুরা নিসা আয়াত ৪]

তবে এ ব্যাপারে স্ত্রীর উপর কোন প্রকারের চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। সাধারণভাবে দেনমোহর কম ধার্য করাই মুস্তাহাব।

রাসূল (সাঃ) বলেন –"সে নারী বরকতের মাঝে আছে যাকে প্রস্তাব দেয়া সহজ ও যার দেনমোহর অল্প" [মুসনাদু আহমাদ; হাসান সানাদে]

এ ছাড়া কুরআনের আরো এক আয়াতে দেনমোহরের অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের দেনমোহর তুমি প্রদান করেছো।' (সুরা আল-আহজাব, আয়াত-৫০)

দেনমোহরের বিষয়টি হালকাভাবে নিয়ে লোক দেখানো 'অধিক দেনমোহর' ধার্য করাতে কোনো বরকত নেই। বরং তা অহংকারের পরিচায়ক।

বরকতপূর্ণ বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হচ্ছে সুন্নতি বিয়ে, অর্থাৎ যে বিয়েতে খরচ কম হয় এবং কোনো জাঁকজমক থাকে না।"-মিশকাত শরিফ

দেনমোহরের পরিমাণ কী হওয়া উচিত ইসলামী শারীআতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি, কোন সুস্পষ্ট পরিমাণ ঠিক করে দেয়া হয়নি। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাজী হয়ে যাওয়া উচিত।

দেনমোহর যে কতটা গুরুতপূর্ণ বিষয়, তা বুখারীর হাদীসই প্রমাণ বহন করে।

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন, ''আমি অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপবিষ্ট ছিলাম''। তখন এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করলাম, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) কিছুই বললেন না।

মহিলাটি এরূপ তিনবার বলল, কিন্তু তিনবারই রাসূল (সাঃ) চুপ থাকলেন। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন আপনি যদি গ্রহন না করেন তাহলে এই মহিলার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নিকট কি মহিলাকে দেনমোহর দেওয়ার মত কিছু আছে? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (সা.) বললেন তোমার বাড়ি থেকে খোঁজ করে একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে আসো। কিন্তু তিনি তাও আনতে পারেনি। তখন রাসূল (সা.) বললেন তোমার কি কোরআনের কিছু মুখস্ত আছে? তখন তিনি বললেন আমার ঐ ঐ সূরা মুখস্থ আছে। রাসূল (সা.) বললেন, মহিলাকে ঐ সূরাগুলো শিখিয়ে দিও, সেটাই তোমার দেনমোহর।

উপরোক্ত হাদীসটি দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মহিলাকে দেনমোহর প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

দেনমোহর একজন নারীর হক, যদি কোনো ব্যক্তি দেনমোহর অনাদায়ের ইচ্ছা নিয়ে বিয়ে করে তাহলে সে ব্যাভিচারী হবে। সে বিষয়েই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যা মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মেয়েকে দেনমোহর দেওয়ার ওয়াদায় বিয়ে করেছে, কিন্তু দেনমোহর দেওয়ার ইচ্ছে নেই, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ব্যাভিচারী হিসেবে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।"- মুসনাদে আহমাদ

সূরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াত, "এবং নারীদের মধ্যে সধবা নারী ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, দেনমোহর হতে হবে বিক্রয়যোগ্য বস্তু সম্পদ।

দেনমোহরের সর্বোচ্চ কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। ন্যূনতম পরিমান হানাফি মাজহাবের মতে ১০ দিরহাম। অর্থাৎ ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করা। এর চেয়ে কম পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা স্ত্রী রাজি হলেও তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ১০ দিরহামের কম কোনো মোহর নেই (বায়হাকি শরীফ, ৭/২৪০)। কিন্তু এর উপরে যে কোনো পরিমাণকেই দেনমোহর নির্ধারণ করা যাবে। তবে স্বামী যেহেতু দেনমোহর পরিশোধ করতে বাধ্য- তাই তার পরিশোধের সামর্থ্য বিবেচনা করে তা নির্ধারণ করা উচিৎ। এমন কোনো সিদ্ধান্ত তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া আদৌ উচিৎ হবে না- যাতে সে তা পরিশোধ না করতে পেরে গুনাহগার হয়।

মোহরানা একজন নারীর অধিকার। এতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।

স্ত্রী সম্মতি প্রদান করলে স্বামী পূর্ণ বা আংশিক মোনরানা আদায় বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে। যদি সময় নির্ধারণ না করে স্ত্রীর সাথে সহযাপন করে তবে তা স্বামির জিম্মায় ঋণ সাব্যস্ত হবে। এ অবস্থায় স্বামী মারা গেলে তার মীরাস থেকে স্ত্রীর তা পাওয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে তা স্ত্রীর ওয়ারিশরা পাবে। এটি এমন এক ঋণ যা আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী মাফ করে দিলেও তার জিম্মা থেকে এটি সরাতে পারবেনা।

স্ত্রীর মোহরানা ফাঁকি দেওয়া অত্যন্ত হীন কাজ।

এক্ষেত্রে কনের পরিবারেরও অতিরিক্ত মোহরানা দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করতে হবে।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি (উম্মুল মুমিনীন) আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ মোহর দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে সাড়ে বারো উকিয়া অর্থাৎ পাঁচশ' দিরহাম মোহর দিয়েছেন।' (সহীহ মুসলিম : ১৪২৬)।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমাদের মোহর ছিল দশ উকিয়া (চারশ’ দিরহাম)। (সুনানে নাসায়ী : ৬/১১৭)।

দেনমোহরের জন্য আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পরিমান হল মোহরে ফাতেমি।

মোহরে ফাতেমি বলা হয় ঐ পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা, যা রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর মেয়ে হযরত ফাতেমা রাঃ-এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। হযরত ফাতেমা রাঃ-এর মোহর ৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়েছিল, ১৫৩০.৯ গ্রাম রুপা (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ৪/৩৫০)।

হযরত উমর (রা.) এর খেলাফতকালে যখন মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে- তখন সাহাবারা (রাঃ) তাদের সন্তানদের বিয়েতে দেনমোহরে ফাতেমির চেয়ে অনেক গুণ বেশি দেনমোহর নির্ধারণ করতে শুরু করেন। হযরত উমর (রা.) দেনমোহরের ক্রমবৃদ্ধির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি এত বেশি পরিমান দেনমহরের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু সূরা নিসার ৪ নম্বর আয়াত এর কারনে তা পারেননি।

সুরা নিসার ৪ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়েছেন, “তোমরা স্ত্রীদের তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে” (সূরা নিসা-৪)”।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় দেনমোহর অনেক বেশিও হতে পারে।

তাই, কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা ছাড়া ঢালাওভাবে সবার জন্য দেনমোহরে ফাতেমি নির্ধারণ করলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে- যা ইসলাম আদৌ পছন্দ করে না।

আবার মোহরে ফাতেমির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ দেনমোহর পরিশোধের সামর্থ্য যদি স্বামীর থাকে তবে সেক্ষেত্রে দেনমোহরে ফাতেমিকে দেনমোহর নির্ধারণ করার দ্বারা স্ত্রীকে ঠকানো হয় ও নারীত্বের অবমাননা করা হয়। তাই দেনমোহরে ফাতেমিকে নয়, বরং স্বামীর সামর্থ্যরে সর্বোচ্চ পরিমাণকে দেনমোহর করা উচিৎ।

অন্যসব অধিকারের মতো স্বামীর কাছে দেনমোহর দাবি করা স্ত্রীর জন্য দোষের কিছু নয়। অনেকেই মনে করেন, দেনমোহরের টাকা স্ত্রীকে দিতে হয় শুধুমাত্র বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটলে। এটা অজ্ঞতা ও চরম ভুল ধারণা। বিয়ে বিচ্ছেদ না হলেও দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করা ফরজ।

অতএব এর যাবতীয় দিক শরীয়ত অনুযায়ী ও পরিষ্কারভাবে হওয়া উচিত এবং সে হিসেবেই তা পরিশোধের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

আমরা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে দেনমোহর স্ত্রীর হক যা অবশ্যই স্বামীকে প্রদান করতে হবে এবং খুশি মনে প্রদান করতে হবে। এটা স্ত্রীর প্রতি কোন দয়া বা দান নয় বরং স্ত্রীর পাওনা

২. বাসস্থানের ব্যবস্থা করাঃ

নিরাপদ বাসস্থান বা নিরাপদ আবাসন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে থাকার জন্য এমন একটি ঘর বা কক্ষ দেবেন, যে ঘর বা কক্ষে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া (স্বামী ব্যতীত) কেউই প্রবেশ করতে না পারে। এমনকি স্বামীর

মা-বাবা, ভাই-বোনও না। স্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে এই ঘরে বা কক্ষে তিনি তালাচাবিও ব্যবহার করতে পারেন। স্ত্রীর ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয়ে স্বামী ছাড়া কেউ নাক গলাতে পারবেন না। স্ত্রীর ট্রাঙ্ক ও আলমারি স্বামী ছাড়া কেউ দেখতে পারবেন না। স্ত্রীর চলাফেরা বা আচার-আচরণ শ্বশুর-শাশুড়ির অপছন্দ হলে তাকে আলাদা বাড়ি বা ঘর করে দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে স্ত্রীর ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ধুয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও স্বামীকেই করতে হবে এবং স্ত্রীর ফুটফরমায়েশ ধরার জন্য একজন কাজের লোকও রাখবেন স্বামী (কিতাবুন নিকাহ)।

৩. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিয্‌ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন।
[সুরা তালাক আয়াত ৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।
[সুরা নিসা আয়াত ৩৪]

আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর প্রয়োজনে ব্যয় করার ব্যাপারে স্বামীকে দায়িত্বশীল করেছেন।স্বামীকে আল্লাহ দিয়েছেন পুরুষসুলভ গুণাবলী,ধৈর্য ও শক্তি সামর্থ্য। তেমনি স্ত্রীকে করেছেন দায়িত্বশীল স্বামীর সন্তানাদির দেখাশোনা ও লালন পালনের ব্যাপারে,তাদের আদব কায়দার ও আচার-সংস্কৃতি শিক্ষাদানের ব্যাপারে,স্বামীর ঘরের কাজকর্মের ব্যাপারে এবং আল্লাহ তাকে যে স্বভাবপ্রকৃতি দিয়েছেন সেসবের মাধ্যমে স্বামীকে সুখ ও আনন্দদানের ব্যাপারে।

সামর্থ্য ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামীর সাধ্য ও স্ত্রীর চাহিদার ভিত্তিতে এ ভরণ-পোষণ কম বেশি হতে পারে। অনুরূপভাবে সময় ও স্থানভেদে এর মাঝে তারতম্য হতে পারে। মহান আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, বিত্তশালী স্বীয় বিত্তানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে সীমিত সম্পদের মালিক সে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত সম্পদ থেকেই ব্যয় করবে।

আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ দিয়েছেন, তারচেয়ে বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে প্রদান করেন না (সুরা : তালাক, আয়াত : ৭)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ ঘর/বাসস্থান দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন কর না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য

পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।' (সুরা তালাক : আয়াত ৬)

স্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করলে স্বামী গোনাহগার হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকে এমনই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। হাদিসে পাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُকোনো ব্যক্তির গোনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাদেরকে পালন করে, তাদেরকে খোরপোষ দেয় না।' আর এ হাদিসের আলোকে স্বামীর কাছে স্ত্রীই খোর-পোষ, ভরণ-পোষণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাওয়ার প্রথম হকদার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, ধনী অবস্থায় দান করা উত্তম সাদকা। নিচু হাত থেকে উঁচু হাত (দাতার হাত) উত্তম। যাদেরকে লালন-পালন করার দায়িত্ব তোমার ওপর রয়েছে, আগে তাদের জন্য খরচ কর।প্রশ্ন করা হল- হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কাকে পালন করব?তিনি উত্তরে বললেন- তোমার স্ত্রী তোমার প্রতিপালনের হকদার। সে বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও; না হয় আমাকে বিদায় কর।(এভাবে) দাসি বলবে- আমাকে খাবার দাও এবং কাজে লাগাও। তোমার সন্তান বলবে- আমাকে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ? (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং ইসলামের বিধান হচ্ছে- স্ত্রীর জন্য স্বামী সামর্থ্য অনুযায়ী মধ্যমপন্থায় ভরণ-পোষণ, খোরপোষ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করবে। স্বামীকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। আর স্ত্রী-সন্তানের জন্য যা খরচ করা হয়, আল্লাহর কাছে এ ব্যয়ের জন্য রয়েছে সাওয়াব বা উত্তম প্রতিদান। সেটা হচ্ছে উত্তম সাদকা। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণাও এমন।

পরিবারের জন্য ব্যয় করলে পুরুষও পাবে সওয়াব। রাসূল সাঃ বলেছেন,

"পুরুষ যদি সওয়াবের আশায় পরিবারের জন্য ব্যয় করে ,তাহলে সে সদকার সওয়াব পাবে।"
--[বুখারী,মুসলিম]

তিনি আরও বলেন,"তুমি এক দিনার আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ,এক দিনার গোলাম আযাদ করার জন্য ব্যয় করেছ,এক দিনার ফকিরকে দান করেছ এবং এক দিনার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ।এই সবগুলোর মধ্যে পরিবারের জন্য যেটি ব্যয় করেছ,তার সওয়াবই সবচেয়ে বড়।"
--[মুসলিম,আহমদ]

৪।স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা দেওয়াঃ

একজন মুসলিম হিসেবে নারী পুরুষ সবারই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। স্ত্রীর যদি এ জ্ঞান না থাকে তবে স্বামির দায়িত্ব । কেননা ঘরের নানাবিধ দায়িত্বের কারণে মসজিদে যাওয়া,জুমা বা জামাতে শরিক হওয়া বা আলেমদের ওয়াজ নাসিহাহ শোনার সুযোগ পায় না। যদিও মসজিদে যাওয়াটা তার উপর ওয়াজিব না।ঘরে নামাজ আদায় করায় তার জন্য উত্তম।
রাসুল সাঃ বলেছেন,
"তোমরা নারিদের মসজিদে যেতে বাঁধা দিয়ো না।অবশ্য ঘরে নামাজ আদায় করা তাদের জন্য উত্তম" --[আবু দাউদ]

অতএব স্ত্রীকে পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া স্বামীর কর্তব্য।

স্ত্রী যদি হয় শয়তান ও তার দোসরদের উপহাসের পাত্রী, মাথা ও অয়ায়ের গোছা অনাবৃত রাখে ,সাজসজ্জা করে ঘর থেকে বের হয় তাহলে এমন স্ত্রীকে এভাবে চলাফেরার সুযোগ দানের জন্য স্বামী হবে দাইয়ুস। আর রাসুল সাঃ বলেছেন এমন দাইয়ুস ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনা।

আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করো জাহান্নাম থেকে,যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর"

--[সুরা তাহরীমঃ০৬]

যেহেতু সন্তান একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছাকাছি বেশি সময় থাকে ।মা কেই সন্তানের প্রথম শিক্ষক বলা হয় সেজন্য সন্তানের ইসলামিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য পিতার সাথে মায়েরও শিক্ষিত হওয়া জরুরি। একজন শিক্ষিত না হলে, ইসলামের বিধি বিধান না জানলে সে কিভাবে আল্লাহর হক,স্বামীর হক,সন্তানের হক, পরিবারের হক আদায় করবে?

৫। স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারণ ও তার পক্ষ হতে প্রাপ্ত কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্যধারণঃ

আল্লাহ বলেন,"তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে ,আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ করেছেন তা-ই তোমরা অপছন্দ করছ।"

--[সুরা নিসাঃ১৯]

নারীদের আবেগ অনেক সময় এমন কাজ করতে বাধ্য করে যা আসলেই নিন্দনীয়।তাছাড়া একজন বিভিন্ন হরমোনাল পরিবর্তন ঘটতে থাকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন- প্রতি মাসে হায়েজ,গর্ভধারণ,নেফাস ইত্যাদি। অনেকসময় এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টের হয়। মানসিকভাবে অনেকরকম সমস্যায় পড়তে হয় যার কারণে সে এমন অনেক কাজ করে ফেলে যা কেবল একজন ধৈর্যশীল স্বামীই সামলাতে পারে। একজন পুরুষের এসব ব্যাপারে তার স্ত্রীকে যথাসাধ্য সহযোগীতা করা উচিত।এতে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সম্মান বৃদ্ধি পায়।সংসারে শান্তি বাড়ে।

নবীজী সাঃ বলেছেন,"নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো।কারণ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো উপরের অংশ।তুমি যদি সোজা করার চেষ্টা করো তবে তা ভেঙ্গে যাবে।আর যদি চেষ্টা না করো তাহলে তা বাঁকাই থেকে যাবে।কাজেই নারিদের প্রতি কল্যাণের আদেশ গ্রহণ করো।"

স্ত্রীর ত্রুটি চোখে পড়লে তা শুধরানোর চেষ্টা করা। তাকে সৎ উপদেশ দেওয়া। তার ত্রুটি দেখে মন খারাপ হলে যেন তার ভালো দিকগুলো দেখে আনন্দিত হয়।

এছাড়াও একজন স্বামীর উপর স্ত্রীর উপর বেশ কিছু অধিকার রয়েছে যেমন—

৬। স্ত্রীর প্রার্থিত বস্তু জোগাড় করে দেওয়া যদি তা হারাম বা সামর্থ্যের বাইরে না হয় ।

৭।দ্বীনী মাসয়ালা শিখতে সাহায্য করা

৮।ভালো কাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা।

৯। তার পরিবারের সাথে দেখা করার সুযোগ প্রদান করা।

১০।একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা।

১১। ইসলামি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকেই স্ত্রীর মন জয় করা।

পরিশেষঃ

স্ত্রী হলো সহধর্মিণী,সন্তানের জননী,অর্ধাঙ্গিনী তাই স্ত্রী সম্মানের পাত্রী। তাকে ভালোবাসার সাথে ব্যবহার করা উচিত। একে অপরের দায়িত্ব যদি সঠিকভাবে পালন করে তবে ইন শা আল্লাহ প্রত্যেক পরিবারই হবে শান্তির জায়গা। স্বামী যেমন আশা করে তার স্ত্রী তার প্রতি সব দায়িত্ব পালন করুক তেমনি আল্লাহ একজন স্বামীকে যেসব দায়িত্ব দিয়েছেন তা যদি সে যথাযথভাবে আদায় করে তবে পরিবার হবে তার জন্যও প্রশান্তির জায়গা।

তথ্যসূত্রঃ
১।লিংকডিন
২। দাম্পত্যের ছন্দপতন –মাজদি মুহাম্মদ আশা শাহাভি সাইদ মুবারক